প্রথম আলো

তারিখ ... 13 MAY 2010
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... 2

বদলে গেল বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি

শ্যামল সরকার ●

নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা এখন থেকে আর বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির হাতে থাকছে না। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের মতো একই নিয়মে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এ ছাড়া কমিউনিটি বিদ্যালয় বিলুপ্ত করে সেগুলোকেও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ জন্য গত ২ মে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি পরিপত্র জারি করেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু আলম শহীদ খান প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল সংস্কারের লক্ষ্যে এসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, দুর্নীতি বা স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে কোনো অযোগ্য ব্যক্তি যেন শিক্ষক হতে না পারেন, তা রোধ করতেই নতুন ব্যবস্থা। তা ছাড়া বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার-নির্ধারিত চাকরির বয়স মানতে হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে সচিব বলেন, কমিউনিটি বিদ্যালয়ের আলাদা অস্তিত্ব থাকবে না। এগুলোকে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমান করা হবে।

সূত্র জানায়, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে দরখাস্ত আহ্বান করা হবে। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে আবেদন জমা হবে এবং তাঁরই নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ৮০ নম্বরের লিখিত ও ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর নিয়োগযোগ্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করবে। কোনো বিদ্যালয়ে শূন্য পদে বা নতুন করে শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনে এই তালিকা থেকে মেধাক্রম অনুযায়ী নিয়োগ দিতে হবে। তবে যে ইউনিয়ন ও উপজেলার বিদ্যালয়ে এই নিয়োগ দেওয়া হবে প্রার্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা হতে হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জেলা নিয়োগ কমিটি গঠন করে দিয়েছে। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে কমিটিতে সদস্য আছেন জেলা প্রশাসক মনোনীত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, একজন উপজেলা চেয়ারম্যান এবং একজন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

এর আগে বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের হাতে নিয়োগের একক কর্তৃত্ব ছিল। ফলে রাজনৈতিক পছন্দের ব্যক্তিরাই সাধারণত নিয়োগ পেতেন।

নতুন নিয়মে প্রতিটি বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক থাকবেন। তবে ৪০০ জনের বেশি শিক্ষার্থী থাকলে সেখানে একজন অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে। চারজনের মধ্যে দুজন নারী শিক্ষক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

পরিপত্রে কিছু কাজকে শিক্ষকের শৃঙ্খলা পরিপন্থী বিবেচনা করে এ জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে চাকরি থেকে অপসারণ বা বরখাস্তের বিধান করা হয়েছে। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে সময়মতো শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত না থাকা, অননুমোদিত ছুটি ভোগ করা, যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করা, সমাপনী পরীক্ষার ফল খারাপ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মান অর্জনে ব্যর্থ হওয়া প্রভৃতি।